

Teacher's Content

বাংলাদেশের সাহিত্য

(১৯৪৭-বর্তমান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের সাহিত্য কর্ম)

<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ <ul style="list-style-type: none"> ♦ আবু ইসহাক ♦ শওকত আলী ♦ শওকত ওসমান ♦ সৈয়দ শামসুল হক ♦ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ♦ হাসান আজিজুল হক ♦ সৈয়দ আলী আহসান 	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের কবিতা <ul style="list-style-type: none"> ♦ সৈয়দ আলী আহসান ♦ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ♦ হাসান হাফিজুর রহমান ♦ সৈয়দ শামসুল হক ♦ আবদুল মান্নান সৈয়দ ♦ আসাদ চৌধুরী 	<input checked="" type="checkbox"/> বাংলাদেশের নাটক <ul style="list-style-type: none"> ♦ আসকার ইবনে শাইখ ♦ সৈয়দ শামসুল হক ♦ মামুনুর রশীদ
---	---	--

Content Discussion

বাংলাদেশের সাহিত্য

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান।

কাব্যগ্রন্থ: প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা বন্দী শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল ইত্যাদি।

উপন্যাস: অষ্টোপাস (১৯৮৩), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)।

প্রবন্ধ - আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ।

বিখ্যাত কবিতা : স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, বারবার ফিরে আসে।

আল মাহমুদ (১৯৩৬-)

আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।

তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ সোনালী কাবিন।

কাব্যগ্রন্থ: সোনালী কাবিন, লোক লোকান্তর, কালের কলস, বখতিয়ারের ঘোড়া, দোয়েল ও দয়িতা প্রভৃতি।

উপন্যাস : ডাঙ্কী, উপমহাদেশ, আগুনের মেয়ে।

ছোটগল্প: পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬) ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।

জীবনী: যেভাবে বেড়ে উঠি।

প্রবন্ধগ্রন্থ: 'কবির আত্মবিশ্বাস', 'দিনযাপন', 'কবিতার বহুদূর', নারী বিগ্রহ'।

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

উপন্যাস: নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমনি, জোছনা ও জননীর গল্প।

ছোটগল্প: আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য, শীত ও অন্যান্য গল্প, এলেবেলে, ছায়াসঙ্গী, জলকন্যা, নলিহাতি।

আগুনের পরশমনি: 'আগুনের পরশমনি' হুমায়ূন আহমেদ রচিত স্বাধীনতা বিষয়ক উপন্যাস। এ উপন্যাস অবলম্বনে তাঁরই পরিচালনায় 'আগুনের পরশমনি' চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে - যেটি শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা লাভ করেছে।

লেকচার # ১৭

৪৬ তম BCS প্রিলিমিনারি

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: আগুনের পরশমণি, জেঁতা ও জননীর গল্প,
শ্যামল ছায়া ও ১৯৭১।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি সুফিয়া কামাল। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলো হলো সাঁঝের মায়া, মন ও জীবন, উদাত্ত পৃথিবী, অভিযাত্রিক, মায়াবাজল ইত্যাদি। কেয়ার কাঁটা তাঁর গল্পগ্রন্থ।

গল্প : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)

শিশুতোষগ্রন্থ: ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।

ডায়েরী: একান্তরের ডায়েরী (১৯৮৯) (একান্তরের ডায়েরী তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ)।

সেলিনা হোসেন

উপন্যাস: হাঙর নদীর ধ্রোনেড, জলোচ্ছ্বাস, যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের যৌবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, কালকেতু ও ফুল্লুরা, ভালোবাসা প্রীতিলতা।

গল্পগ্রন্থ : স্বদেশে পরবাসী, একান্তরের ঢাকা।

হাঙর নদী ধ্রোনেড তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

নীলিমা ইব্রাহিম

উপন্যাস: বিংশ শতকের মেয়ে'।

গল্পগ্রন্থ: রমনা পার্কে।

গবেষণাধর্মী গ্রন্থ: শরৎ প্রতিভা, বাংলার কবি মধুসূদন, বাঙালি মানস ও বাংলা সাহিত্য, অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভ্রাম্যচ্ছাদিত কন্যা আমি, আমি বীরঙ্গনা বলছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা প্রভৃতি।

নাটক : দুয়ে দুয়ে চার; আত্মজীবনীমূলক রচনা - বিন্দু বিসর্গ।

সেলিম আল দীন

নাটক; জডিস ও বিবিধ বেলুন, এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা, মুনতাসীর ফ্যান্টাসী, চরকাকড়ার ডুকুমেন্টারী, কিন্তন খোলা, কেরামত মঙ্গল, হাত হদাই, চাকা, যৈবতী কন্যার মন, সর্প বিষয়ক গল্প, শকুন্তলা, হরগজ।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)

উপন্যাস: ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সবকিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫), রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮), কবি অথবা দণ্ডিত পুরুষ (২০০০), পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৩),

কিশোর উপন্যাস : আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯)।

শওকত ওসমান (১৯১৯-১৯৯৮)

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান (১৯১৯-১৯৯৮)।

উপন্যাস: বনি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপখ্যান, জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্যে, পতঙ্গ পিঞ্জর, রাজলক্ষ্মী, জলাংগী, পুরাতন খঞ্জর।

নাটক: আমাদের মামলা, তস্কর-লস্কর, বাগদাদের কবি, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রবন্ধ: সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা: নেকড়ে অরণ্য, জাহান্নাম হতে বিদায়, দুই সৈনিক, জন্ম যদি তব বঙ্গে।

ছোটগল্প: সমাজজীবনের বিচিত্র মানুষের পরিচয়, জীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম, ধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ তাঁর গল্পে রূপলাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমাজ সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। শওকত ওসমানের গল্প নকশাজাতীয়।

গল্পগ্রন্থ: প্রস্তর ফলক, সাবেক কাহিনী, ওটেন সাহেবের বাংলা, জুন্সু আপা ও অন্যান্য গল্প, জন্ম যদি তব বঙ্গে, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, পুরাতন খঞ্জর, বিগত কালের গল্প, মনির ও তাহার কুকুর, নেত্রপথ, উভশৃঙ্গ।

★ 'গেঁছ' হিন্দিভাষী এক মজুর পরিবারের কাহিনী।

★ 'তিন মির্জা' গল্পে ব্রিটিশ যুগে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় মির্জা পরিবারের পরম্পরাগত ইতিহাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

★ 'মোজেজা' গল্পটিতে গ্রামাঞ্চলে ধর্মের নামে ব্যবসায় নিয়োজিত এক ভণ্ড পীরের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের জন্য শওকত ওসমান আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, মানচিত্র।

উপন্যাস: কর্ণফুলী, তেই নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, ক্ষুধা ও আশা, বিশৃঙ্খলা।

কর্ণফুলি উপন্যাসে উপজাতীয়দের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।
স্মৃতিস্তম্ভ কবিতাটি মানচিত্র কাব্যের অন্তর্গত।

ছোটগল্প: জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩),
অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জীবন জমিন
(১৯৮৮)।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প: বৃষ্টি, শীষ ফোঁটার গান, কয়লা কুড়ানীর দল
ইত্যাদি।

- ★ ‘জমাখরচ’ গল্পটি সিলেটের চা-বাগানের কুলি-কামিনদের জীবনকাহিনী
নিয়ে রচিত।
- ★ ‘যখন সৈকত’ গল্পে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ ও সেই সন্দেহ
থেকে জিঘাংসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- ★ ‘বাঘিনী’ গল্পে বনের হিংস্র পশুর প্রতি মানুষের হৃদয়তার কাহিনী
ফুটে উঠেছে।
- ★ ‘বৃষ্টি’ গল্পটির চলচ্চিত্র রূপায়ন হয়েছে, পরিচালক মোরশেদুল
ইসলাম।

আবদুল গাফফার চৌধুরী

উপন্যাস: চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, শেষ
রাত্রির চাঁদ, বাংলাদেশ কথা কয়।

গল্পগ্রন্থ: কৃষ্ণপক্ষ, সশ্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর।

- ★ ‘বৃত্ত’ স্ত্রিমার কোম্পানীর কুলিদের জীবনযাপন নিয়ে রচিত। এটি
‘কৃষ্ণপক্ষ’ গ্রন্থের অন্তর্গত।
- ★ ‘সশ্রাটের ছবি’ একজন যুবক জমিদারকে নিয়ে কমেডি ধাঁচের গল্প।
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি- গানটির
রচয়িতা- আবদুল গাফফার। সুরকার- আলতাফ মাহমুদ।

নির্মলেন্দু গুণ

কাব্যগ্রন্থ: প্রেমাংগুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ্লবী, কবিতা-
অমীমাংসিত রমণী, মুঠোফোনের কাব্য।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

উপন্যাস: কাঁশবনের কন্যা কাঞ্চননামা, জীবনবাসর, সমুদ্রবাসর, কাঞ্চন
গ্রাম, জায়জঙ্গল, আলমগড়ের উপকথা।

গল্পগ্রন্থ: দুই হৃদয়ের তীর, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু, পথ জানা
নেই, ঢেউ, পুঁই ডালিমের কাব্য, মজা গাঙের গান।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের অধিকাংশ গল্প গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এবং
তাতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রভাবও
তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায়।

- ★ ‘লালবাতি’ গল্পে একটি অসহায় দিনমজুর পরিবারের জীবনচিত্র
অঙ্কিত হয়েছে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন

ছোটগল্প: আবু জাফর শামসুদ্দীন একজন নিরীক্ষাপ্রবণ গল্পকার। তিনি
গল্পের আঙ্গিক এবং অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন।
গল্পগ্রন্থ: শেষরাত্রির তারা, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, ল্যাংড়ী, জীবন,
এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প।

- ★ ‘উঙ্গিল গোশত’ সামাজিক অসঙ্গতির প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত
অসহায় দাম্পত্য জীবনের কাহিনী।
- ★ ‘চোর’ বস্তিবাসীদের জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত রোমান্সের
গন্ধযুক্ত এক ভিন্ন স্বাদের গল্প।

নুরুল মোমেন

নেমেসিস নাটকের রচয়িতা নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৯০)। এটি
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলো হলো
রূপান্তর, যদি এমন হতো, নয়াখান্দান, আলোছায়া, শতকরা আশি,
আইনের অন্তরালে, যেমন ইচ্ছা তেমন ইত্যাদি। তাঁর রম্যগ্রন্থগুলো
হলো বহুরূপ, নরসুন্দর, হিংটিংছট।

বদরুদ্দিন উমর (১৯৩১-)

প্রবন্ধগ্রন্থ: সংস্কৃতির সংকট, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা যুদ্ধোত্তর
বাংলাদেশ, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের মার্কসবাদ।
বদরুদ্দিন ওমর মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। ভাষা-আন্দোলন-এর ইতিহাস
প্রসঙ্গে তাঁর কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

নাটক: সুবচন নির্বাসনে, এমন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, শাহজাদীর
কাল নেকাব, চারিদিকে যুদ্ধ, এখনও ক্রীতদাস, মেরাজ ফকিরের মা।
উপন্যাস: মানব তোমার সারাজীবন, হায় পার্বতী, খলনায়ক।

মমতাজউদ্দিন আহমদ

নাটক: স্পোর্টস বিষয়ক জটিলতা, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, এই সেই
কণ্ঠস্বর, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা, ক্ষত বিক্ষত, সাত

ঘাটের কানাকড়ি, ফলাফল নিশ্চাপ, আমাদের শহর, বকুলপুরের স্বাধীনতা, পুত্র আমার পুত্র, হরিণ চিতা চিল, রাক্ষুসী।

ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, পুঁথির ফসল, স্বদেশ অন্বেষা, কালিক ভাবনা, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, ইদানীং আমরা, কালের দর্পণে স্বদেশ।

ড. শরীফ মধ্যযুগের পুঁথি সম্পাদনা করে এক বিরাট সাহিত্য-দ্বার উন্মোচনের কাজ করেছেন। ‘বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য’ তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণাকর্ম।

রাবেয়া খাতুন (১৯৪৬-)

উপন্যাস : অনন্ত অন্বেষা, মধুমতী, মন এক শ্বেত কপোতী, রাজারবাগ, শালিমারবাগ, সাহেব বাজার, ফেরারী সূর্য।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

তিনি পরাবাস্তব কবি। তিনি অশোক সৈয়দ নামে খ্যাত।

ছোটগল্প: আবদুল মান্নান সৈয়দ নিরীক্ষাধর্মী গল্প রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। আঙ্গিক ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা স্বাভাবিক অন্বেষী।

গল্পগ্রন্থ: সত্যের মতো বদমাশ, চলো যাই পরোক্ষে, অমরতার জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

★ ‘একরাত্রি’ এক কাজপাগল কেরানির নিষ্ঠাময় চাকরি জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ‘মাচ’ পরাবাস্তব চেতনাভিত্তিক গল্প। তিনি ‘অশোক সৈয়দ’ ছদ্মনামে লিখতেন।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ত্রিংশেষ (১৯৪৭)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলো ছায়া হরিণ, সারাদুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাব, দুই হাতে দুই আদিম পাথর, প্রেমের কবিতা, বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।

বাংলাদেশের উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

উপন্যাস: সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।

গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।

ছোটগল্প : জোঁক।

সম্পাদিত গ্রন্থ : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

★ ‘সূর্যদীঘল বাড়ি’ লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে পঞ্চাশের মনস্তত্ত্ব, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থপর মানুষের অত্যাচার-প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এটি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাতা ছিলেন শেখ নিয়ামত আলী মসীহউদ্দিন শাকের।

চরিত্র : জয়গুণ, হাসু, মায়মুন, শফি, ড. রমেশ চক্রবর্তী, মোড়ল গদু।

শওকত আলী (১৯৩৬-)

উপন্যাস : পিঙ্গল আকাশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন, কুলায় কালশ্রোত, দক্ষিণায়নের দিন, ওয়ারিশ।

ছোটগল্প: বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে শওকত আলীর বিভিন্ন গল্পে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

ছোটগল্প: উন্মুল বাসনা, লেলিহান স্বাধ, শুন হে লক্ষ্মিন্দর।

★ ‘পিঙ্গল আকাশ’ আকাশ আলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। এ উপন্যাসে নারীহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ব্যর্থতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

★ ‘কুলায় কালশ্রোত’ উপন্যাসটি ১৯৬৫-৬৯ সময়ে ঢাকার উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয়ের উপাখ্যান। রাখী নামক শিক্ষিত একজন নারীর ব্যক্তিজীবন রাজনৈতিক টানাপোড়নে ক্ষত-বিক্ষত হয়। শেষ পর্যন্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে সে ঢাকা ছেড়ে মফস্বল শহর ঠাকুরগাঁও-এর দিকে যাত্রা করে।

★ ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত উপন্যাস। রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলে সামন্ত-মহাসামন্তদের শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়ন, অন্ত্যজ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ-সংগ্রাম এবং তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপক ভাঙাগড়ার পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। শওকত ওসমান তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম।

উপন্যাস: জননী (প্রথম প্রকাশিত), ক্রীতদাসের হাসি, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, পতঙ্গ পিঞ্জর, বনি আদম, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী, আত্ননাদ, রাজপুরুষ, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ।

‘ক্রীতদাসের হাসি’ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। উপন্যাসটিতে খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়কালীন কল্পিত ঘটনার ভিত্তিতে মানুষের আত্মিক স্বাধীনতার মর্মোদ্ধার করা হয়েছে। এ উপন্যাসের জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার (১৯৬৬) পান।

নাটক আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, কাঁকর মণি, বাগদাদের কবি।
গল্পগ্রন্থ : প্রস্তর ফলক, সাবে কাহিনী, ওটেন সাহেবের বাংলা, জুনা আপা ও অন্যান্য গল্প, জন্ম যদি তব বঙ্গে (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯১ সালে ফিলিপস পুরস্কারপ্রাপ্ত), পুরাতন খঞ্জর, বিগত কালের গল্প, মনিব ও তাহার কুকুর, নেত্রপথ, উভশৃঙ্গ, পিজরাপোল, উপলক্ষ।

শিশুতোষ: ওটেন সাহেবের বাংলা, মস্কুইটোফোন।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির চড়াই উতরাই, মুসলিম মানসের রূপান্তর, তিন মির্জা।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-)

‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ তাঁর কাব্যধর্মী নাটক। তাঁর অন্য নাটক ‘নুরুলদীনের সারাজীবন’।

গল্পগ্রন্থ- তাস, শীত বিকেল, আনন্দের মৃত্যু, প্রাচীন বংশের নিঃসন্তান।
উপন্যাস- এক মহিলার ছবি, অনুপম দিন, সীমানা ছাড়িয়ে, খেলারাম খেলে যা, নীল দর্শন, স্তব্ধতার অনুবাদ, ত্রাহি, তুমি সেই তরবারি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই, খোয়াব নামা
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী। প্রধানত পুরনো ঢাকার প্রেক্ষাপটে গল্প লিখেছেন।

ছোটগল্প : অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি, দুধে-ভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির ভাঙা সেতু।

- ★ উৎসব, তারাবিবির মরদ পোলা, দুধে-ভাতে উৎপাত, অসুখ-বিসুখ, খোঁয়ারি প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প। ‘খোঁয়ারি’ স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতায় হঠাৎ ক্ষমতায় ওঠা কিছু যুবকের সুবিধা আদায়ের গল্প।
- ★ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘অন্য ঘরে অন্য স্বর’ (১৯৭৬)।
- ★ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুটি অসাধারণ গল্প হচ্ছে ‘জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল’ এবং ‘রেইনকোট’ গল্পটি লেখা হয় ১৯৯৫ সালে।
- ★ ‘ফোঁড়া’ গল্পটি মার্কসীয় তত্ত্বভিত্তিক গল্প।
- ★ ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের শৃঙ্খলাহীন জীবন-প্রতিবেশের গল্পরূপ। এটি ‘দুধ ভাতে উৎপাত’ গ্রন্থের অন্তর্গত।
- ★ ‘অপঘাত’ গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প।

হাসান আজিজুল হক

হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় অত্যন্ত শক্তিশালী লেখকরূপে স্বীকৃত। বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার আলোকে তিনি সমাজ জীবনের অবক্ষয়, হতাশা ও দারিদ্র্যের নিখুঁত চিত্র নির্লিপ্ত শিল্পীর মত অঙ্কন করেছেন।

গল্পগ্রন্থ: সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রোদে যাব, মা মেয়ের সংসার, রাঢ়বঙ্গের গল্প।

এছাড়া শকুন, পাতালে হাসপাতালে, মন তার শঙ্কিত প্রভৃতি স্মরণীয় গল্প তিনি লিখেছেন।

- ★ ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রতীক শিল্প-ভাবনার আশ্রয়ে এটি পরাবাস্তব গল্প।
- ★ ‘নামহীন গোত্রহীন’ মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন।
- ★ ‘নামহীন গোত্রহীন’ মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন।
- ★ ‘ঘরগেরস্থি’ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে একজন প্রবাসী রামশরণের জীবনকাহিনী।
- ★ ‘ফেরা’ গল্পে ‘আলেফ’ নামক এক মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধপরবর্তী দেশের দর্শন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান(১৯২২-২০০২)

তিনি একজন কবি, অধ্যাপক ও সমালোচক। তিনি আমাদের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক।

প্রবন্ধ-গবেষণা: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত যৌথভাবে, (১৯৫৪), পদ্মাবতী (১৯৬৮), মধুমালতী (১৯৭২), সাহিত্যের কথা, (১৯৬৪), কবিতার কথা (১৯৫৭), Essays in Bengali literature (১৯৫৬)।

শিশুতোষ গ্রন্থ: কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

অনুবাদ: সফোক্লিসের ‘ইডিপাস রেক্স’ অনুবাদ করেন ‘ইডিপাস’ নামে।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-)

প্রবন্ধ-গবেষণা: লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়াত বাংলা (১৯৭৮), Folkloric Bangladesh (১৯৭৭), Bengali Folklore (১৯৭৭)।

কাব্যগ্রন্থ: সাত ভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), কুচবরণ কন্যে (১৯৭৭), আরশিনগর (১৯৮৪), দাঁড়াও পথিকবর (১৯৯০)।

রম্যরচনা: ‘প্যারিস সুন্দরী’ (১৯৭৫)।

শিশুতোষ গ্রন্থ: সিংহের মামা ভোম্বল দাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপকাহিনী (১৯৬৪), বাংলাদেশের রূপকথা (১৯৯১), অসি বাজে ঝনঝন (১৯৭৯), রূপকথার রাজ্যে (১৯৯৩)।

ছোটগল্প: গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), কাগজের নৌকা (১৯৬২), শেষ নালিশ (১৯৯২)।

অনুবাদ: সাগর থেকে আনা (১৯৭৫), চলো যাই বই পড়ি (১৯৫৭)।

সিকান্দার আবু জাফর

‘সমকাল’ পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)। তাঁর উপন্যাসগুলো হলো মাটি আর অশ্রু, জয়ের পথে, নতুন সকাল, নবী কাহিনী।

কাব্যগ্রন্থ: প্রসন্ন প্রহর, বৈরীবৃষ্টিতে তিমিরান্তিক, বৃষ্টিক লগ্ন।
নাটক: ‘শকুন্ত উপাখ্যান’, ‘সিরাজউদ্দৌলা’, ‘মহাকবি আলাওল’।

রশীদ করিম (১৯২৫-২৫ ডিসেম্বর, ২০১১)

উপন্যাস: উত্তম পুরুষ, প্রসন্ন পাষণ, আমার যত গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ, মায়ের কাছে যাচ্ছি, পদতলে রক্ত।

আনোয়ার পাশা

উপন্যাস: রাইফেল রোটি আওরাত, নীড় সন্ধানী, নিষুতি রাতের গাঁথা।
রাইফেল রোটি আওরাত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস।

আবু রুশদ

আবু রুশদ রচিত উপন্যাস: এলেমেলো, সামনে নতুন দিন, সোঙর, স্থগিত দ্বীপ;
গল্প: প্রথম যৌবন, ডোবা হল দীঘি, শাড়ি-বাড়ি-গাড়ি।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৪-)

উপন্যাস: কত ছবি কত গান।
এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উপন্যাস। সংগ্রামী মানুষের কথা এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

আকবর হোসেন (১৯১৭-১৯৮১)

উপন্যাস: উপল উপকূলে, নীলাঞ্জনা, প্রাণবসন্ত, হৃদয় উপবনে।

সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

উপন্যাস: অনেক সূর্যের আশা, আদিগন্ত, বেগম সেফালী মীর্জা, বিধবস্ত রোদের ঢেউ ইত্যাদি।

ছোটগল্প: গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ-সরল রূপায়নে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সরদার জয়েন উদ্দীন। খরশোত, নয়নচুলি, অষ্টপ্রহর, বীর কষ্টীর বিয়ে, বেলা ব্যানার্জির বিয়ে।

★ ‘করালী’ গল্পে পল্লী অঞ্চলে সামন্ত প্রভুদেব বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

★ ‘বাতাসী’ নামক একটি ঘুড়ির জীবন-কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা গল্প হল ‘বাতাসী’।

★ ‘মা’ গল্পটি ভিক্ষুক ‘ফতেজান’ ও চুরি করে আনা একটি শিশুকে নিয়ে গড়ে ওঠা মর্মস্পর্শী গল্প।

আহমদ হুফা (১৯৪৩-২০০০)

প্রবন্ধ: জাতিত বাংলাদেশ (১৯৭১), যদ্যপি আমার শুরু, শতবর্ষের ফেরারী।

আবু রুশদ (১৯১৯-)

ছোটগল্প: শাড়ী বাড়ী গাড়ী, মন্ড্রে মিষ্টান্ন ভাঙুর, প্রথম যৌবন, রাজধানীতে বাড়ি।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-)

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট গল্পকার। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্প: অবিচ্ছিন্ন, দূরদূরান্ত, বিশাল ক্রোধ, এক ধরনের যুদ্ধ, সর্বনাশ চতুর্দিকে।

সাইয়্যিদ আতিকুল্লাহ

সাইয়্যিদ আতিকুল্লাহ মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেই বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেন। তাঁর গল্পগুলোতে মানব জীবনের চলমান প্রবাহের মধ্যে যে সমস্যা তা রূপায়ণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

ছোটগল্প: বুধবার রাতে।

এই গ্রন্থে ‘বুধবার রাতে’ এর মত প্রতীকী গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কম লেখা হয়েছে।

আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন

ছোটগল্প: ওম শান্তি, নল খাগড়ার সাপ, নিষিদ্ধ শহর, চারুক, চিরকুট, কুম্ভকর্ণের দিবানিদ্রা, লাল গোঞ্জি, কোঁকড়া চুল, মনের রঙ নেই, নেপথ্যে নাটক।

জ্যোতি প্রকাশ দত্ত

ছোটগল্প: বহে না সুবাতাস, সীতাংশু তোর সমস্ত কথা, পুনরুদ্ধার।

বিপ্রদাস বড়ুয়া

ছোটগল্প: বীরাঙ্গনার প্রেম, নদীর নাম গণতন্ত্র, গাঙচিল, যুদ্ধ জয়ের গল্প, স্বপ্ন মিছিল, স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে, উষ্ণ একটি প্রেমের গল্প।

রশীদ হায়দার

গল্পগ্রন্থ: নানকুর বোধি, অন্তরে ভিন্ন পুরুষ, তখন, পৌষ থেকে পৌষ, আমার প্রেমের গল্প, মেঘেদের ঘরবাড়ি।

মবিনউদ্দিন চৌধুরী (১৯১২-)

মুসলমান সমাজ জীবনের কথা তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু।

গল্পগ্রন্থ: ভাঙ্গা বন্দর, হোসেন বাড়ির বৌ।

আবদুশ শাকুর (১৯৪১-)

গল্পগ্রন্থ: ক্ষীয়মান, সরসগল্প, ক্রাইসিস, বিচলিত প্রার্থনা, ধস, এপিটাফ।

আতোয়ার রহমান (১৯২৭-)

তিনি মূলত শিশু সাহিত্যিক।

গল্পগ্রন্থ: হলদে লতা।

লায়লা সামাদ (১৯২৮-)

গল্পগ্রন্থ: দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে, কুয়াশার নদী, অরণ্যে নক্ষত্র আলো, মূর্ত আকাঙ্ক্ষা।

মিন্নাত আলী

গল্পগ্রন্থ: আমার প্রথম প্রেম, মফঃস্বল সংবাদ, যাদুঘর, আমি দালাল বলছি।

নাজমুল আলম (১৯২৯-)

গল্পগ্রন্থ: একটি অচল আনি, উপস্থিত সুধীমঞ্জলী, পাণ্ডুলিপি ও গহনার বাস্তু।

★ ‘তাবিজ’ গল্পটি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত।

শহীদ আখন্দ (১৯৩৫-)

গল্পগ্রন্থ: জনতায় নিজ্ন, অনিবার্য বান্ধব, যখন পারিণা।

হুমায়ূন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭)

গল্পগ্রন্থ: একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প, আদিম অরণ্যে এক রাত্রি, শীলার জন্য সাধ।

রাহাত খান

গল্পগ্রন্থ: অনিশ্চিত লোকালয়, অন্তহীন যাত্রা, ভালমন্দের টাকা, আপেল সংবাদ।

মঞ্জুর সরকার

গল্পগ্রন্থ: অবিনাশী আয়োজন, মৃত্যুবাণ, উচ্ছেদ উচ্ছেদ খেলা, পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প।

মকবুলা মঞ্জুর (১৯৩৮-)

গল্পগ্রন্থ: সায়াফ যুথিকা, দিবা ও রাত্রি।

ইমদাদুল হক মিলন

গল্পগ্রন্থ: ফুলের বাগানে সাপ, প্রেমের গল্প, ভালবাসার গল্প।

মঈনুল আহসান সাবের

গল্পগ্রন্থ: ভিড়ের মানুষ, আগমন সংবাদ, প্রেম বিরহ, স্বপ্ন যাত্রা, এরকমই।

শহীদুল জহির

গল্পগ্রন্থ: ডুমুর খেকো মানুষ।

কাজল শাহনেওয়াজ

গল্পগ্রন্থ: কাছিমগালা।

মামুন হুসাইন

গল্পগ্রন্থ: শান্ত সন্তাসের চাঁদমারি।

চঞ্চল মাহমুদ

গল্পগ্রন্থ: শূন্যতার বিরুদ্ধে মানুষের জয়ধ্বনি।

শাহনাজ মুন্সী

গল্পগ্রন্থ: জ্বীনের কন্যা।

অদিতি ফাথুনী

গল্পগ্রন্থ: ইমানুয়েলের গৃহপ্রবেশ।

ফখরুল চৌধুরী

গল্পগ্রন্থ: মৃতদের পাড়া।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৯-২০০৮)

তিনি বিচিত্রমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকার। মূলত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনায় তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধগ্রন্থ: আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতার ছন্দ, বাংলা সাহিত্যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব।

সৈয়দ আলী আহসান

প্রবন্ধ-গবেষণা: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত যৌথভাবে, (১৯৫৪), পদ্মাবতী (১৯৬৪), মধুমালতী (১৯৭২), সাহিত্যের কথা (১৯৬৪), কবিতার কথা (১৯৫৭), Essays in Bengal literature (১৯৫৬)।

ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-)

ড. আনিসুজ্জামান গবেষণা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ‘মুসলিম মানস ও অন্যান্য সাহিত্য’ গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে তিনি ভারতীয় পুরস্কার ‘পদ্মভূষণ’ পদক লাভ করেন।

প্রবন্ধগ্রন্থ: স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, পুরানো বাংলা গদ্য।

ড. ওয়াকিল আহমদ (১৯৪১-)

প্রবন্ধগ্রন্থ: সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য, বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলায় বিদেশী পর্যটক।

ড. মুস্তফা নূর-উল ইসলাম (১৯২৭-)

প্রবন্ধগ্রন্থ: মুসলিম বাংলা সাহিত্য, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, আবহমান বাংলা।

ড. কাজী আব্দুল মান্নান (১৯২৮-৯৪)

প্রবন্ধগ্রন্থ: আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

ড. গোলাম সাকলায়েন (১৯২৮-)

মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, অন্তরঙ্গ আলোকে ডক্টর শহীদুল্লাহ, সাহিত্য পরিচয়।

ড. রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪-)

প্রবন্ধগ্রন্থ: নজরুল নির্দেশিকা, নজরুল জীবনী, নজরুল ইসলাম, জীবন ও সাহিত্য।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৫)

প্রবন্ধগ্রন্থ: অন্বেষণ, কাব্যের স্বভাব, শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ, কুমুর বন্ধন, স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি, গণতন্ত্রের পক্ষ-বিপক্ষ, বাঙালি কাকে বলি।

বাংলাদেশের কবিতা

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

কাব্যগ্রন্থ: অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫), আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪), চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫), রজনীগন্ধা (১৯৮৮)।

কবিতা : আমার পূর্ব বাংলা, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, ত্রয়ী।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

কাব্যগ্রন্থ: আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি কখনো রং কখনো সুর, কমলের চোখ।

কোন এক মাকে কবিতাটি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সংকলক হাসান হাফিজুর রহমান।

কাব্যগ্রন্থ : বিমুখ প্রান্তর আর্ত শব্দাবলী অন্তিম শরের মতো, যখন উদ্যত সঙ্গীন, শোকার্ত তরবারী।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন সব্যসাচী লেখক।

জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫।

মৃত্যু: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

আলোচিত গ্রন্থসমূহ: খেলারাম খেলে যা, নিষিদ্ধ লোবান, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নুরুলদীনের সারা জীবন, পরানের গহীন ভিতর।

কাব্যগ্রন্থ: একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পঙ্কজমালা (১৯৭০), অগ্নি ও জলের কবিতা (১৯৮৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০), নাভিমূলে ভস্মাধার পরানের গহীন ভিতর।

‘পরানের গহীন ভিতর’ কাব্যগ্রন্থটি আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

তিনি পরাবাস্তব কবি। তিনি ‘অশোক সৈয়দ’ ছদ্মনামে লিখতেন।

কাব্যগ্রন্থ: জন্মাক্ষ কবিতাগুচ্ছ, জ্যোৎস্না রোদের চিকিৎসা, মাছ সিরিজ, সকল প্রশংসা তাঁর, কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

আসাদ চৌধুরী (১৯৪৩-)

কাব্যগ্রন্থ: বিভূ নাই সেবাত নাই, দুঃখীর গল্প করে, মেঘের জুলুম পাখির জুলুম, প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড় আমার কবিতা, নদীও বিবস্ত্র হয়।

বাংলাদেশের নাটক

আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯)

তাঁর প্রকৃত নাম মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ। তাঁর নাটকের পরিমাণ বিপুল (প্রায় ২০০)। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে তিনি প্রচুর নাটক লিখেছেন।

নাটক: বিদ্রোহী পদ্মা, দুরন্ত ঢেউ, অগ্নিগিরি, প্রতীক্ষা, তীতুমীর, রক্তপথ, পদক্ষেপ, অনেক তারার হাতছানি, শেষ অধ্যায়, কন্যা-জায়া-জননী, রাজপুত্র, মেঘলা রাতের তারা, লীলা কণক, কর্তোভার আগে, রাজ্য-রাজা-রাজধানী।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬) গণ নায়ক (১৯৭৬), নূরুলদীনের সারাজীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।

নাটক: নূরুলদীনের সারাজীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), ঈর্ষা, গণনায়ক, এখানে এখন, যুদ্ধ যদুদ্ধ।

★ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়: মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যনাটক।

মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-)

নাটক: গিনিপিগ, ইবলিশ, ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, জয় জয়ন্তী, খোলা দুয়ার, মে দিবস, এখানে নোঙর, অববাহিকা, নীরা, সমতট, পাথর, লেবেদেফ প্রভৃতি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মূলত নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী। অনাহার, দারিদ্র ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবের জীবন-যাপন করছে, সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত।

✓ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন।

✓ পৈতৃক নিবাস চেলোপাড়া, বগুড়া। ডাকনাম- মঞ্জু।

✓ তিনি ১৯৬৫ সালে জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ঢাকা কলেজে আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন।

✓ তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), একুশে পদক (মরণোত্তর)- ১৯৯৯ পান।

✓ তিনি ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর উপন্যাস দুটি কী কী?

উত্তর: ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৭): এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এটি উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। চরিত্র: ওসমান, খিজির, আনোয়ার।

‘খোয়াবনামা’ (১৯৯৬): এতে গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ তেভাগা আন্দোলন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। কাণ্ডাহার বিলের দু’ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত্র এ উপন্যাসের উপজীব্য।

খোয়াবনামা (উপন্যাস)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
জঙ্গনামা (কাব্যগ্রন্থ)	দৌলত উজির বাহরাম খান
নূরনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আদুল হাকিম
সিকান্দরনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আলাওল
সফরনামা (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল

প্রশ্ন: ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস ‘চিলেকোঠার সেপাই’ (১৯৮৭)। উপন্যাসের নায়ক ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতোটাই বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠায় বাস করাই ছিল যেন তার নিয়তি। অথচ বামপন্থী ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ নেতা, শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালা এমন কি বাড়িওয়ালার মেয়ের সাথে তার বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ হয়েছে। ওসমান যেন ছোট ছোট কাহিনীর সূত্রধর। কোনো বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে উঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন মিলিত হয়েছিল ওসমান। ওসমানের

মাধ্যমে ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী রূপটি উপন্যাসিক সার্থকভাবে তুলে এনেছেন। এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (প্রবন্ধ)	আহমদ শরীফ
সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সংস্কৃতির সংকট (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সভ্যতার সংকট (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংস্কৃতি-কথা (প্রবন্ধ)	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির কথা (প্রবন্ধ)	কাজী আবদুল ওদুদ
সংস্কৃতির চড়াই উত্থান (প্রবন্ধ)	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (প্রবন্ধ)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংস্কৃতির রূপান্তর (প্রবন্ধ)	গোপাল হালদার

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। ষাট-সত্তরের দশকে যখন যৌনতা চরম লজ্জার বিষয় তখনই তিনি যৌনগন্ধী সাহিত্য রচনা করেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে ‘সব্যসাচী লেখক’ বলা হয়।

√ সৈয়দ শামসুল হক ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

√ প্রখ্যাত লেখিকা ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁর স্ত্রী।

√ তাঁকে সব্যসাচী লেখক নামে অভিহিত করা হয়। সব্যসাচী অর্থ- যার ডান বাম দুই হাত সমানভাবে চলে। যে লেখক সাহিত্যের সকল শাখায় অবাদ বিচরণ করেন, তাকেই সব্যসাচী লেখক বলে। কিন্তু সে বিচারে সৈয়দ শামসুল হক সব্যসাচী লেখক নন। তিনি ও তাঁর সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ তাকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম দিককার গ্রন্থগুলো তাঁর ভাইয়ের লক্ষ্মীবাজারের সব্যসাচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতো। সে দিক থেকেই তাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়।

√ তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার’ পান (এ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়স)

এছাড়াও তিনি ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কার’ (১৯৬৯), ‘একুশে পদক’ (১৯৮৪), ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ (২০০০) লাভ করেন।

√ তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (কবির ইচ্ছানুযায়ী কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে তাকে সমাহিত করা হয়।)

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো কী কী?

উত্তর: ‘দেয়ালের দেশ’ এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

‘নিষিদ্ধ লোভন’ (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটি ‘গেরিলা’ নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

‘নীলদংশন’ (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

‘খেলারাম খেলে যা’ (১৯৭৯): আত্মসুখ সন্ধানী ও ভোগবাদী চেতনার চরিত্র বাবর আলীর মস্তিষ্ককোষে ত্রিাশীল ফ্রয়েডীয় লিবিডোর একাধিপত্যের কাহিনি এর বিষয়। যৌন সুরসুরি এ উপন্যাসে বিদ্যমান থাকায় একে ‘পিনআপ নভেল’ বলা হয়। এ ধরনের উপন্যাসকে হুমায়ূন আজাদ ‘অপন্যাস’ বলেছেন।

‘এক মহিলার ছবি’ (১৯৫৯), ‘অনুপম দিন’ (১৯৬২), ‘সীমানা ছাড়িয়ে’ (১৯৬৪), ‘দ্বিতীয় দিনের কাহিনী’ (১৯৮৪), ‘আয়না বিবির পালা’ (১৯৮৫), ‘স্ত্রীর অনুবাদ’ (১৯৮৭), ‘বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’ (১৯৮৯), ‘আঁহি’ (১৯৮৯), ‘তুমি সেই তরবারি’ (১৯৮৯), ‘মৃগয়ায় কালক্ষেপণ’, ‘অন্য এক আলিখান’, ‘একমুঠো জন্মভূমি’, ‘আলোর জন্য’, ‘রাজার সুন্দরী’।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: ‘পরানের গহীন ভিতর’ (১৯৮০): এটি আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত। ‘একদা এক রাজ্যে’ (১৯৬১), ‘বিরতিহীন উৎসব’ (১৯৬৯), ‘বৈখাখে রচিত পঙ্ক্তিমাল্য’ (১৯৭০), ‘প্রতিধ্বনিগণ’ (১৯৭৩), ‘অপর পুরুষ’ (১৯৭৮), ‘আমি জন্মগ্রহণ করিনি’ (১৯৯০), ‘ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর’ (২০০৯), ‘নাভিমূলে ভ্রম্মাধার’।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যজগৎ সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?

ক. হুমায়ূন আহমেদ

খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

গ. আল মাহমুদ

ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

০২. ‘জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়’ এই অবিস্মরণীয় আহ্বান উচ্চারণ করে কোন চরিত্রটি?
ক. দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকের তোরাব
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অচলায়ন’ নাটকের দাদা ঠাকুর
গ. মামুনুর রশীদের ‘ওরা কদম আলী’ নাটকের কদম আলী
ঘ. সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরুলদীনের সারাজীবন’ নাটকের কদম আলী
০৩. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কী?
ক. মুক্তিযুদ্ধ
খ. গৃহযুদ্ধ
গ. বিশ্বযুদ্ধ
ঘ. ভাষা আন্দোলন
০৪. নিচের কোনটি কাব্যনাট্য?
ক. প্রায়শ্চিত্ত
খ. নক্সী কাঁথার মাঠ
গ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
ঘ. চিত্রাঙ্গদা
০৫. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ নাটকের প্রেক্ষাপট-
ক. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি
খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
গ. মুক্তিযুদ্ধের শেষ
ঘ. দেশ গড়া
০৬. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ কোন জাতীয় রচনা?
ক. উপন্যাস
খ. ছোটগল্প
গ. কবিতা গ্রন্থ
ঘ. নাটক
০৭. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. সেলিম আল দীন
খ. মামুনুর রশীদ
গ. আবদুল্লাহ আল মামুন
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক
০৮. ‘নূরুলদীনের সারা জীবন’ নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. জিয়া হায়দার
খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. সৈয়দ শামসুল হক
ঘ. আবদুল্লাহ আল মামুন
০৯. ‘সীমান ছাড়িয়ে’ উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান
খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আনিস চৌধুরী
ঘ. দাউদ হায়দার
১০. ‘আনন্দের মৃত্যু’ উপন্যাসটির রচয়িতা হচ্ছেন-
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী
খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. সৈয়দ মঞ্জুরুল হক
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

উত্তরমালা (সৈয়দ শামসুল হক)									
০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	গ
০৬	ঘ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	খ	১০	ঘ

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কবি, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ইকবাল ও ইলিয়ট এর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন; একদিকে ইসলামি ভাব ও বিষয় নিয়ে, অন্যদিকে লেনিন ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রেম ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন।

- ✓ সৈয়দ আলী আহসান ২৬ মার্চ, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের (বর্তমান মাগুরা) আলোকদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ✓ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে ‘চেনাকণ্ঠ’ ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।
- ✓ তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক (১৯৬০-৬৬) ছিলেন।
- ✓ ১৯৩৭ সালে আরমানিটোলা বিদ্যালয়ে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে ‘The Rose’ নামে একটি ইংরেজি কবিতা ছাপা হয়।
- ✓ তিনি ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার’ (১৯৬৭), ‘একুশে পদক’ (১৯৮৩), ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ (১৯৮৮) পান।
- ✓ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে ‘জাতীয় অধ্যাপক’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- ✓ তিনি ২৫ জুলাই, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: কাব্যগ্রন্থ: ‘অনেক আকাশ’ (১৯৫৯), ‘একক সন্ধ্যায় বসন্ত’ (১৯৬৪), ‘সহসা সচকিত’ (১৯৬৫), ‘আমার প্রতিদিনের শব্দ’ (১৯৭৪), ‘উচ্চারণ’ (১৯৬৮), ‘সমুদ্রেই যাব’ (১৯৮৭), ‘রজনীগন্ধা’ (১৯৮৮), ‘প্রেম যেখানে সর্বস্ব’।

প্রবন্ধ: ‘গল্পসংগঠন’ (১৯৫৩)- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহযোগে সংকলন সম্পাদনা, ‘নজরুল ইসলাম’ (১৯৫৪)- সমালোচনা গ্রন্থ, ‘কবিতার কথা’ (১৯৫৭), ‘কবি মধুসূদন’ (১৯৫৭), ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (১৯৫৬)- মুহম্মদ আবদুল হা সহযোগে, ‘সাহিত্যের কথা’ (১৯৬৪), ‘পদ্মাবতী’ (১৯৬৮), ‘মধুমালতি’ (১৯৭২)।

অনুবাদগ্রন্থ: ‘ইডিপাস’ (১৯৬৩), ‘হুইটম্যানের কবিতা’ (১৯৬৫)।

শিশুকোষ: ‘কখনো আকাশ’ (১৯৮৪)।

আত্মজীবনী: ‘আমার সাক্ষ্য’ (১৯৯৪)।

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. আমাদের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কোন কবি?
ক. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন
খ. সৈয়দ আলী আহসান

গ. সৈয়দ শামসুল হক

ঘ. শামসুর রাহমান

০২. ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতার রচয়িতা কে?

ক. জসীমউদ্দীন

খ. তালিম হোসেন

গ. জীবনানন্দ দাশ

ঘ. সৈয়দ আলী আহসান

০৩. গ্রিক ট্রাজেডি ‘ইডিপাস’ বাংলায় কে অনুবাদ করেন?

ক. মুনীর চৌধুরী

খ. কবীর চৌধুরী

গ. সৈয়দ আলী আহসান

ঘ. লিলি চৌধুরী

০৪. ১৯৮৫ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান?

ক. সৈয়দ আলী আহসান

খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গ. সৈয়দ শামসুল হক

ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

উত্তরমালা সৈয়দ আলী আহসান)						
০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪
						ক

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

আধুনিক কবি শামসুর রাহমান, যিনি রোমান্টিকতার সাথে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধ ও পরবর্তী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁর কবিতাকে করেছে অনন্য বৈশিষ্ট্যগুণিত। নগর জীবনের যন্ত্রণা, একাকিত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

✓ শামসুর রাহমান ২৪ অক্টোবর, (পারিবারিক হিসেবে ২৩ অক্টোবর) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পুরান ঢাকার মাহতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরার পাড়াতলি গ্রাম।

✓ শামসুর রাহমানের ডাকনাম- বাচ্চু।

✓ ১৯৫৭ সালে সাংবাদিক হিসেবে ‘দৈনিক মর্নিং নিউজ’-এ কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে ‘দৈনিক পাকিস্তান’ পত্রিকায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে এটি ‘দৈনিক বাংলা’ নামে নামকরণ হয়। ১৯৭৭ সালে ‘দৈনিক বাংলা’ ও সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে সরকার পরিচালিত ‘দৈনিক বাংলা’ থেকে পদত্যাগ করেন।

✓ মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি কলকাতার ‘দেশ’ পত্রিকায় ‘মজলুম আদিব’ ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন।

✓ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সিন্দাবাদ, চক্ষুস্মান লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক প্রভৃতি ছদ্মনামে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন।

✓ শামসুর রাহমান ‘নাগরিক কবি’ হিসেবে খ্যাত।

✓ তিনি ১৯৬৩ সালে ‘আদমজী সাহিত্য পুরস্কার’ ১৯৬৯ সালে ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’, ১৯৭৭ সালে ‘একুশে পদক’ এবং ১৯৯১ সালে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ লাভ করেন।

✓ তিনি ১৭ আগস্ট, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। কবির ইচ্ছানুযায়ী ১৮ আগস্ট বনানী কবরস্থানে মায়ের সমাধির মধ্যে সমাহিত করা হয়।

প্রশ্ন: তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: তাঁর মোট কাব্য ৬৫টি। ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ (১৯৬০): এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

‘বন্দী শিবির থেকে’ (১৯৭২): এ কাব্যে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা প্রাধান্য পেয়েছে। এ কাব্যের মাধ্যমে তিনি কবি খ্যাতি অর্জন করেন।

‘উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ’ (১০৮২): ১৯৭৫-৮২ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘটিত একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান এবং সামরিক শাসনের যুগপক্ষে দেশ ও জনগণের চরম অবস্থার প্রতিফলন আছে এ কাব্যে।

‘রৌদ্র করোটিতে’ (১৯৬৩), ‘বিশ্বস্ত নীলিমা’ (১৯৬৭), ‘নিরালোকে দিব্যরথ’ (১৯৬৮), ‘নিজ বাসভূমে’ (১৯৭০), ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’ (১৯৭৩), ‘ফিরিয়ে নাও ঘাতককাটা’ (১৯৭৪), ‘আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি’ (১৯৭৪), ‘এক ধরনের অহংকার’ (১৯৭৫), ‘আমি অনাহারী’ (১৯৭৬), ‘শূন্যতায় তুমি শোকসভা’ (১৯৭৭), ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’ (১৯৭৭), ‘প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে’ (১৯৭৮), ‘প্রেমের কবিতা’ (১৯৮১), ‘ইকারুসের আকাশ’ (১৯৮২), ‘এক ফোঁটা কেমন অনল’ (১৯৮৬), ‘বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়’ (১৯৮৮), ‘হরিণের হাড়’ (১৯৯৩), ‘তুমিই নিঃশ্বাস, তুমিই হৃদস্পন্দন’ (১৯৯৬), ‘হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল’ (১৯৯৭), ‘না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন’ (২০০৬)।

প্রশ্ন: ‘বন্দী শিবির থেকে’ কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শামসুর রাহমান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ‘মজলুম আদিব’ ছদ্মনামে ‘বন্দী শিবির থেকে’ কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। তার খ্যাতি ও পরিচিতি এ কাব্যের মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। এ কাব্যটি ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়। এ গ্রন্থের ৩৮টি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’, ‘স্বাধীনতা তুমি’ ইত্যাদি।

প্রশ্ন: তাঁর উপন্যাসগুলো কী কী?

উত্তর: ‘অষ্টোপাস’ (১৯৮৩), ‘অদ্ভুত আঁধার এক’ (১৯৮৫), ‘নিয়ত মন্তাজ’ (১৯৮৫), ‘এলো সে অবেলায়’ (১৯৯৪)।

প্রশ্ন: তাঁর উপন্যাস রচনাবলি কী কী?

উত্তর:

আত্মস্মৃতি: ‘স্মৃতির শহর’ (১৯৭৯), ‘কালের ধূলায় লেখা’ (২০০৪)।

শিশুতোষ: ‘এলাটিং বেলটিং’ (১৯৭৫), ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো’ (১৯৭৭), ‘লাল ফুলকির ছড়া’ (১৯৯৫)।
 প্রবন্ধ: ‘আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ’ (১৯৮৬), ‘কবিতা এক ধরনের আশ্রয়’ (২০০২)।

কবিতা:

‘হাতির শুড়’: ১৯৫৮ সালে সৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে ‘সমকাল’ পত্রিকায় এ কবিতাটি লেখেন।

‘টেলেমেকাস’: ১৯৬৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে বন্দী হলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কবিতাটি লেখেন।

‘বর্ণমালা, আমার দুগুণিনী বর্ণমালা’: ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান পাকিস্তানের সব ভাষার জন্য অভিন্ন রোমান হরফ চালু করার প্রস্তাব করেন। এ ঘটনার ফলে শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

‘আসাদের শার্ট’: ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি গুলিস্তানের একটি মিছিলের সামনে লাঠিতে শহীদ আসাদের শার্ট দিয়ে বানানো পতাকা দেখে আলোড়িত শামসুর রাহমান এ কবিতাটি লেখেন।

‘স্বাধীনতা তুমি ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা’: মুক্তিযুদ্ধের সময় এপ্রিলের প্রথম দিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখে তিনি এ দুটি কবিতা লেখেন।

বিখ্যাত পঙ্ক্তি

- ◆ পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জলন্ত, ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে, নতুন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক এই বাংলায় তোমাকেই আসতেই হবে। (তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা)
- ◆ স্বাধীনতা তুমি, রবী ঠাকুরের অজর কবিতা। (স্বাধীনতা তুমি)
- ◆ স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন। (স্বাধীনতা তুমি)
- ◆ তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা। (বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)

পিএসসি সহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন

০১. ‘পাড়াভলী’ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী | খ. সৈয়দ শামসুল হক |
| গ. শামসুর রাহমান | ঘ. সেলিম আল দীন |

০২. কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ক. কুমিল্লা জেলায় | খ. খুলনা জেলায় |
| গ. ঢাকা জেলায় | ঘ. পাবনা জেলায় |

০৩. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ক. নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি | খ. নির্জন স্বাক্ষর |
| গ. নিরলোকে দিব্যরথ | ঘ. নির্বাণ |

০৪. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| ক. লোক লোকান্তর | খ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে |
| গ. উত্তরাধিকার | ঘ. সহসা সচকিত |

০৫. শামসুর রাহমানের কাব্য কোনটি?

- | | |
|------------------|-----------------|
| ক. রৌদ্র করোটিতে | খ. রাখালী |
| গ. ছায়াহরিণ | ঘ. সাঁঝের মায়া |

০৬. ‘দুঃসময়ের মুখোমুখি’ কার লেখা?

- | | |
|----------------|--------------------|
| ক. সানাউল হক | খ. শামসুর রাহমান |
| গ. আহসান হাবীব | ঘ. সৈয়দ শামসুল হক |

০৭. ‘বন্দী শিবির থেকে’ এ কবি কে?

- | | |
|------------------|--------------------|
| ক. শামসুর রাহমান | খ. সৈয়দ শামসুল হক |
| গ. শামসুর ইসলাম | ঘ. শমসের আলী |

০৮. ‘প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-

- | | |
|----------------------|------------------|
| ক. আহসান হাবীব | খ. মহাদেব সাহা |
| গ. আলাউদ্দীন আল আজাদ | ঘ. শামসুর রাহমান |

০৯. ‘বিধস্ত নীলিমা’র কবি-

- | | |
|------------------|------------------------|
| ক. শামসুর রাহমান | খ. হাসান হাফিজুর রহমান |
| গ. শহীদ কাদরী | ঘ. সৈয়দ শামসুল হক |

১০. শামসুর রাহমান রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. অনেক আকাশ খ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে
গ. স্বর্ণ গর্দভ ঘ. আশায় বসিত

১১. ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’ কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির রচনা?

- ক. ড. আশরাফ সিদ্দীকী খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সানাউল হক

১২. কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়?

- ক. রৌদ্র করোটিতে খ. নিজ বাসভূমে
গ. বন্দী শিবির থেকে ঘ. বন্দীর বন্দনা

১৩. ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতাটি কে রচনা করেন?

- ক. সুফিয়া কামাল খ. ফররুখ আহমদ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গোলাম মোস্তফা

১৪. ‘তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা’ কার কবিতা?

- ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান

১৫. ‘অষ্টোপাস’ উপন্যাস কার রচনা?

- ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শওকত ওসমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিনা হোসেন

১৬. ‘এলাটিং বেলাটিং’ কার রচনা?

- ক. ফয়েজ আহমেদ খ. ফররুখ আহমদ

গ. সুকুমার রায়

ঘ. শামসুর রাহমান

১৭. ‘এলাটিং বেলাটিং’ ও ‘ধান ভানলে কুঁড়ো দেব’। শিশুতোষ গ্রন্থের প্রণেতা কে?

- ক. রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই খ. শামসুর রাহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১৮. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী—

- ক. হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো খ. কালের ধুলোয় লেখা
গ. নিজ বাসভূমে ঘ. বন্দী শিবির থেকে

১৯. শামসুর রাহমানের গদ্যগ্রন্থ—

- ক. প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ঘ. স্মৃতির শহর

২০. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

উত্তরমালা (শামসুর রাহমান)

০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক
০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	ক	১০	খ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	খ

Teacher-Students Work

০১. কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ক. কুমিল্লা জেলায় খ. খুলনা জেলায়
গ. ঢাকা জেলায় ঘ. পাবনা জেলায়

০২. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. লোক লোকান্তর খ. সহসা সকচিত
গ. উত্তরাধিকার ঘ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

০৩. শামসুর রাহমানের বিখ্যাত গ্রন্থ—

- ক. পথহারা পথিক খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. আঙনের পরশমণি ঘ. হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস

০৪. ‘সোনালী কাবিন’ কাব্যের রচয়িতা কে?

- ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়

০৫. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক. বিধ্বস্ত নীলিমা খ. সোনালী কাবিন
গ. রাজা যায় রাজা আসে ঘ. শীতে বসন্ত

০৬. কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?

- ক. বখতিয়ার ঘোড়া খ. সোনালী কাবিন
গ. হেমলকের পেয়ালা ঘ. কালের কলস

০৭. বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাসিকের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট উপন্যাসিক কে?

- ক. আবু ইসহাক খ. শওকত আলী
গ. সফীউদ্দীন সরকার ঘ. হুমায়ুন আহমেদ

০৮. ‘এইসব দিনরাত্রি’ নাটকের রচয়িতা কে?

- ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. ইমদাদুল হক মিলন

০৯. 'আজ রবিবার' নাটকটি কে রচনা করেন?
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. মাসুম রেজা
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. জিয়া হায়দার
১০. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
ক. মহাকবি খ. গীতিকবি
গ. পল্লীকবি ঘ. হৃদয়ের কবি
১১. 'সাবের সুফিয়া কামাল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. বেগম রোকেয়া
গ. আশাপূর্ণ দেবী ঘ. স্বর্ণকুমারী দেবী
১২. 'একপথ দুই বাঁক' কোন জাতীয় রচনা?
ক. গল্প খ. ছড়া গ. উপন্যাস ঘ. নাটক
১৩. 'যে অরণ্যে আলো নেই' নাটকটি প্রকাশ পায় কত সালে?
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬০ সালে
১৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. ক্রীতদাসের হাসি খ. মাটি আর অশ্রু
গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. সারেং বউ
১৫. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. সেলিম আল দীন খ. সেলিনা হোসেন
গ. রশীদ করিম ঘ. শামসুর রাহমান

১৬. সেলিম আল দীনের নাটক
ক. স্বপ্নমঙ্গল খ. কেরামত মঙ্গল
গ. রত্নমঙ্গল ঘ. মনসা মঙ্গল
১৭. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবিব ঘ. আবুল ফজল
১৮. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. আবু জাফর শামসুদ্দীন খ. আবুল ফজল
গ. শওকত ওসমান ঘ. সত্যেন সেন
১৯. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
২০. নীচের কোনটি আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা গল্পগ্রন্থ?
ক. কৃষ্ণপক্ষ খ. সূর্যগ্রহণ
গ. ধানকন্যা ঘ. জেগে আছি
২১. 'ভলগার তীরে' নির্মলেন্দু গুনের কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. ছোটগল্প
গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. রম্যরচনা
২২. 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থটি কার রচনা?
ক. সরদার জয়েনউদ্দিন খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

০১. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম
০২. 'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচয়িতা কে? [৩৮তম বিসিএস]
ক. কাজী আবদুল ওদুদ খ. আবুল ফজল
গ. রশীদ করিম ঘ. হুমায়ুন কবির
০৩. 'বীরবল' কোন লেখকের ছদ্মনাম? [৩৮তম বিসিএস]
ক. আবু ইসহাক খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রমথ চৌধুরী
০৪. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মুনীর চৌধুরী খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গাজীউল হক
০৫. 'অলৌকিক ইন্সটিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. হুমায়ুন আজাদ খ. হেলাল হাফিজ
গ. আসাদ চৌধুরী ঘ. রফিক আজাদ
০৬. 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে? [৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আল মাহমুদ খ. আব্দুল মান্নান সৈয়দ
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান
০৭. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'- কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- [২৭তম ও ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ফজল শাহাবুদ্দিন খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. নির্মলেন্দু গুণ ঘ. আল মাহমুদ
০৮. "প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে।"- গানটির গীতিকার কে? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. শাহ আবদুল করিম
গ. রাধারমন
০৯. 'হলিয়া' কবিতাটি কার লেখা? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আবুল হাসান
গ. আবুল হোসেন
১০. 'মিলির হাতে স্টেনগান'- গল্পটি কার লেখা? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শহীদুল জহির
১১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ক্রীতদাসের হাসি
গ. হাওর নদী ধেনেড
- খ. শেখ ওয়াহিদ
ঘ. কুদ্দুস বয়াতি
- খ. মহাদেব সাহা
ঘ. নির্মলেন্দু গুণ
- খ. শওকত ওসমান
ঘ. শওকত আলী
- খ. মাটি আর অশ্রু
ঘ. সারেং বড়

১২. 'ভূমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'- কার কবিতা? [৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. শওকত ওসমান
সুফিয়া কামাল
১৩. অশোক সৈয়দ কার ছদ্মনাম? [৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ
গ. আবু সায়ীদ আইয়ুব
১৪. গাড়ি চলে না, চলে না, নারে গানের গীতিকার কে? [৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. সঞ্জীব চৌধুরী
গ. শাহ আবদুল করিম
১৫. 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. দিলারা হাশেম
গ. রিজিয়া রহমান
১৬. শওকত ওসমান রচিত 'জাহান্নাম হতে বিদায়'- গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হলো- [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. ভাষা আন্দোলন
গ. তেভাগা আন্দোলন
১৭. শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. বনী আদম
গ. চৌরসন্ধি
১৮. কোনটি উপন্যাস? [২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. নতুন চাঁদ
গ. গডলিকা
১৯. কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের- [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. মুনতাসীর ফ্যান্টাসী
গ. কবর
২০. 'নেমেসিস' কোন জাতীয় রচনা? [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. কাব্য
গ. উপন্যাস
২১. নূরুল মোমেনের বিখ্যাত নাটক কোনটি? [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. নষ্ট ছেলে
গ. গিনিপিগ
২২. 'নেমেসিস' নাটকে নূরুল মোমেন কোন বিষয়কে তুলে ধরেছেন? [২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
গ. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন
২৩. আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারির রচয়িতা-
খ. সিকান্দার আবু জাফরগ.
ঘ. শামসুর রাহমান
- খ. সৈয়দ আজিজুল হক
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক
- খ. বাপ্পা মজুমদার
ঘ. দাশরথি রায়
- খ. রাজিয়া খান
ঘ. সেলিনা হোসেন
- খ. জননী
ঘ. ক্রীতদাসের হাসি
- খ. কন্যা কুমারী
ঘ. নেমেসিস
- খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
ঘ. বহুব্রীহি
- খ. নাটক
ঘ. গীতি কবিতা
- খ. ওরা কদম আলী
ঘ. নেমেসিস
- খ. উনপঞ্চাশের মন্বন্তর
ঘ. একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ

[১০তম ও ১৯তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. শামসুর রাহমান খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

২৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? [২০তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় খ. আঙনের পরশমনি
গ. চিলেকোঠার সেপাই ঘ. রাজা যায় রাজা আসে

২৫. 'কাশবনের কন্যা' গ্রন্থটির লেখক কে?

[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]

- ক. শামসুদ্দীন আবুল কালাম খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঘ. সরদার জয়েন উদ্দীন

২৬. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা? [২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. নাটক খ. উপন্যাস গ. কাব্য ঘ. ছোট গল্প

২৭. 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে? [১৫তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ূন আহমদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায়

২৮. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? [২০তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি খ. নির্জন স্বাক্ষর
গ. নিরালোকে দিব্যরথ ঘ. নির্বাণ

২৯. 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?

[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. মোতাহের হোসেন খ. বিনয় ঘোষ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. রাধারমন মিত্র

৩০. 'আত্মঘাতী বাঙালী' কার রচিত গ্রন্থ? [২০তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. অশোক মিত্র খ. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
গ. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঘ. অতুল সূর

৩১. 'দুখেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা- [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. শওকত ওসমান খ. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. হাসান আজিজুল হক

৩২. কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে?

[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. রোমান্টিসিজম খ. আধুনিকতাবাদ
গ. উত্তরাধিকতাবাদ ঘ. বাস্তববাদ

৩৩. 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের রচয়িতা- [২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. রশীদ করিম খ. শওকত ওসমান
গ. শওকত আলী ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

৩৪. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের প্রথম সম্পাদক কে?

[১৬তম ও ২০তম বিসিএস পরীক্ষা]

- ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. আবুল বরকত

উত্তরমালা									
০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	ক
০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	খ
১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ক	২০	খ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ক
২৬	খ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	গ
৩১	গ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক		

জেনে রাখা ভালো

০১. 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— শামসুদ্দীন আবুল কালাম ।

০২. 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— সেলিনা হোসেন ।

০৩. 'বিশ শতকের মেয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— ড. নীলিমা ইব্রাহিম ।

০৪. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' এর উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৫. 'ধান কন্যা' নামক গল্পগ্রন্থ কে রচনা করেছেন?

— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৬. শহিদ মিনার সম্পর্কে লেখা কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কার লেখা?

— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৭. 'জাহান্নাম হতে বিদায়' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— শওকত ওসমান।

০৮. 'ত্রীতদাসের হাসি'-এর রচয়িতা

— শওকত ওসমান।

০৯. 'কাঁকর মনি' নাটকটি কে লিখেছেন?

— শওকত ওসমান।

১০. 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাসটি কার লেখা?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১১. 'আজ রবিবার' নাটকটি কে রচনা করেন?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১২. 'বহুব্রীহি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১৩. 'এলেবেলে' বইটি কার লেখা?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১৪. 'নন্দিত নরকে'-কার লেখা উপন্যাস?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১৫. 'হাঙ্গর নদী থ্রেনেড' এর লেখক

— সেলিনা হোসেন

১৬. 'ত্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমান রচিত একটি

— উপন্যাস

১৭. 'অয়োময়' নাটকটির রচয়িতা কে?

— হুমায়ুন আহমেদ।

১৮. হুমায়ুন আহমেদ রচিত ছোটগল্প

— আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য, এলেবেলে, জলকন্যা, নলিহাতি।

১৯. সুন্দরবনের বনজঙ্গল ঘেরা পরিবেশের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস

— জায়জঙ্গল।

২০. শামসুদ্দীন আবুল কালামের জেলে ও বেদেদের লৌকিক জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাস

— কাশবনের কন্যা ও কাঞ্চনমালা।

২১. সেলিনা হোসেন দেশবিভাগ ও ভাষা আন্দোল নিয়ে রচিত উপন্যাস

— 'যাপিত জীবন'।

২২. বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ-

— হুমায়ুন আহমেদ।

২৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

— নরকে লাল গোলাপ।

২৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত তেইশ নম্বর তৈলচিত্র অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম

— বসুন্ধরা।

২৫. 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটির রচয়িতা কে?

— আবদুল্লাহ আল মামুন।

২৬. 'ওরা কদম আলী' নাটকটির রচয়িতা কে?

— মামুনুর রশীদ।

২৭. 'চাকা' গ্রন্থটির রচয়িতা

— সেলিম আল-দীন।

২৮. 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা, চরকাকড়ার ডকুমেন্টারী'-প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার

— সেলিম আল-দীন।

২৯. 'কিঙনখোলা' নাটকটির রচয়িতা কে?

— সেলিম আল-দীন।

৩০. সেলিম আল দীন রচিত নাটক

— বন পাংশুল, কেরামত মঙ্গল, হাতহদাই, যৈবতী কন্যার মন, সর্ব বিষয়ক গল্প, হরগজ।

৩১. 'নাট্যচার্য' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?

— সেলিম আল-দীন।

৩২. 'রমনা পার্কে' নাটকটি কে রচনা করেছেন?

— ড. নীলিমা ইব্রাহিম।

৩৩. একুশে ফেব্রুয়ারি কী ধরনের রচনা

- কবিতা সংকলন।

৩৪. 'নাট্যাচার্য' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার

- সেলিম আল দীন।

৩৫. 'সকলের তবে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতা হতে নেয়া হয়েছে?

— পরার্থে।

৩৬. নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থ

— বাংলার মাটি বাংলার জল।

৩৭. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্যগ্রন্থ-

— সাতনরী হার, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী
পুরুষের জন্য প্রার্থনা।

৩৮. আহসান হাবীবের কোন কবিতাগুলো পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট
করে?

— ব্যঙ্গাত্মক কবিতা।

৩৯. কবি আহসান হাবীবের কবিতার বৈশিষ্ট্য কি?

— প্রকৃতি প্রেম।

৪০. কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

— ঢাকা জেলায়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার
পাহাড়তলী গ্রামে।

৪১. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কার লেখা?

— শামসুর রাহমান।

৪২. শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ের নাম-

— প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, নিজ বাসভূমে, মাতাল ঋত্বিক,
কবিতার সঙ্গে গেরস্থালী, ইকারুসের আকাশ, শূন্যতায় তুমি
শোকসভা, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, রৌদ্র করোটিতে, বন্দী শিবির
থেকে, বিধ্বস্ত নীলিমা ইত্যাদি।

৪৩. 'এই বাঙ্গালায় তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা'- উক্তিটি কার?

— শামসুর রাহমান।

৪৪. 'একান্তরের ডায়েরি' কার রচনা?

— সুফিয়া কামাল।

৪৫. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী

— কালের ধুলোয় লেখা।

৪৬. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ

— সোনালী কাবিন, লোক লোকান্তর, কালের কলস, বখতিয়ারের ঘোড়া, দোয়েল ও দয়িতা প্রভৃতি।

৪৭. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হলেন

— বেগম সুফিয়া কামাল।

৪৮. ‘সাঁঝের মায়া’ কাব্যগ্রন্থ কে রচনা করেন?

— বেগম সুফিয়া কামাল।

৪৯. ‘জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে’।- এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?

— বেগম সুফিয়া কামাল।

৫০. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?

— গীতিকবি।

৫১. ‘মাগো ওরা বলে’ কবিতাটি কার লেখা?

— আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

৫২. ‘ছায়া হরিণ’ কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

— আহসান হাবীব

৫৩. ‘সারা দুপুর’ কাব্যটির রচয়িতা কে?

— আহসান হাবীব

৫৪. ‘পাহাড়তলী’ গ্রামে জনগ্রহণ করেন

— শামসুর রাহমান

৫৫. ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’ কার রচিত কাব্যগ্রন্থ?

— শামসুর রাহমান

৫৬. ‘বিন্দু নীলিমা’র কবি

— শামসুর রাহমান

৫৭. ‘স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা’- কথাটি কার রচনা?

— শামসুর রাহমান

৫৮. ‘বন্দী শিবির থেকে’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

— শামসুর রাহমান

৫৯. ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি

— কবি সুফিয়া কামাল।

৬০. কবি সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ

— মায়া কাজল।

৬১. ‘মোদের গরব, মোদের আশা’ লিখেছেন

— অতুল প্রসাদ সেন।

৬২. ‘অনাথিনী’ কোন লেখকের প্রথম উপন্যাস?

— খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন।

৬৩. ‘কত ছবি কত গান’ নামক বহু উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— খান মোহাম্মদ ইলিয়াস।

৬৪. আহমদ ছফা কোন কোন গ্রন্থ লিখেছেন?

— যদ্যপি আমার গুরু, ওস্কার, গাভীবৃত্তান্ত।

৬৫. ‘দুদিনের খেলাঘর’ উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— আকবর হোসেন।

৬৬. ‘আনন্দের মৃত্যু’ উপন্যাসটির রচয়িতা হচ্ছেন-

— সৈয়দ শামসুল হক।

৬৭. ‘কুলায় কালশ্রোত’ কার লেখা

— শওকত আলী।

৬৮. ‘ওয়ারিশ’ উপন্যাসটির লেখক হচ্ছে-

— শওকত আলী।

৬৯. ‘চিলেকোঠার সেপাই’, ‘খোয়াবনামা’ কার রচনা?

— আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

৭০. শওকত আলীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

— যাত্রা (১৯৭৬)।

৭১. সৈয়দ আলী আহসান এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-

— একক সন্ধ্যায় বসন্ত।

৭২. ‘আমার পূর্ব বাংলা’ কবিতার রচয়িতা কে?

— সৈয়দ আলী আহসান।

৭৩. ‘ইডিপাস’ বাংলায় অনুবাদ করেন কে?

— সৈয়দ আলী আহসান।

৭৪. সত্তরের দশকের একজন কবির নাম

— রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৭৫. ‘আমি ভালো আছি, তুমি?’ বাক্যটির রচয়িতা

— দাউদ হায়দার।

৭৬. ‘জন্মই আমার আজন্ম পাপ’ ও ‘নারকীয় ভুবনের কবিতা’ গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?

— দাউদ হায়দার।

৭৭. ‘রাজা যায় রাজা আসে’-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-

— আবুল হাসন।

৭৮. ‘মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের দলিলপত্র’ কে সম্পাদনা করেন?

— হাসান হাফিজুর রহমান।

৭৯. ‘তোমাকে অভিবাদজ প্রিয়তমা’ কাব্যগ্রন্থের কবি কে?

— শহীদ কাদরী।

৮০. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ নাটকের প্রেক্ষাপট

— মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

৮১. ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’-এটি কার লেখা?

— সৈয়দ শামসুল হক।

৮২. ‘নূরুলদীনের সারা জীবন’ নাটকটির রচয়িতা কে?

— সৈয়দ শামসুল হক।